বৃষ্টি

সমারসেট মম

ভাষান্তর

শফিক রেহমান

ঐতিহ্য

সূচনা কথা

বিশ্বের অন্যতম সেরা কাহিনি রূপে বিবেচিত ইংরেজ লেখক সমারসেট মম রচিত Rain (রেইন)-এর বাংলা ভাষান্তর, 'বৃষ্টি' সম্পর্কে দু-একটি কথা সূচনাতে বলা প্রয়োজন। যুক্তি ও মানবতাবাদী লেখক সমারসেট মম ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতার যে কাহিনি লিখে গিয়েছেন সেখান থেকে বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের শিক্ষণীয় আছে।

লেখক সমারসেট মমের নিজের জীবন ছিল অসাধারণ। তাই 'বৃষ্টি' গল্পের পরে লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সংযোজিত হয়েছে। যারা গল্প লিখতে অভিলাষী, তাদের অবশ্যপাঠ্য মমের জীবন বৃত্তান্ত।

মম ছিলেন যুগপৎ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রনাট্য লেখক, গল্প লেখক, ভ্রমণকাহিনি লেখক, মহাযুদ্ধে রেডক্রস কর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, গুপ্তচর, কোয়ালিফাইড ডাক্তার ও ধাত্রী। ১৯৩০-এর দশকে তার জনপ্রিয়তা তাকে করেছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লেখক। মমের প্রেম ও দাম্পত্য জীবনও ছিল অসাধারণ এবং সে বিষয়ে তিনি মিথ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকেননি। বরং সত্যি কথা বলে গিয়েছেন।

মমের এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় জনপ্রিয় এবং আর্থিকভাবে সফল লেখক হতে চাইলে জীবনে খুব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

মমের 'রেইন' বা 'বৃষ্টি' একটি বড় গল্প এবং এটি তিনবার মুভিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি মুভিতে নায়িকা ছিলেন রিটা হেওয়ার্থ। চিত্রনাট্য অথবা টেলিনাটক লিখতে অভিলাষীরা মুভিটা দেখলে উপকৃত হবেন।

সময়ের সংগে তাল মিলিয়ে এই বইতে কমপিউটার ইউজার ফ্রেন্ডলি বানান রীত অনুসৃত হয়েছে। ধন্যবাদ বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

শফিক রেহমান
ঢাকা
জানুয়ারি ২০২৫

তখন ঘুমানোর সময় হয়ে এসেছিল। জাহাজের যাত্রীরা জানত আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তারা সমুদ্রতীর দেখতে পাবে।

ডক্টর ম্যাকফেইল পাইপে ধূমপান করতেন। তিনি তার পাইপে আগুন জ্বালিয়ে জাহাজের রেলিংয়ে ভর করে আকাশের দিকে তাকালেন। দক্ষিণ গোলার্ধে যিশু খৃষ্টের ক্রস চিহ্নের মতো তারাখচিত যে 'সাদার্ন ক্রস' আকাশে দেখা যায়, সেটা তিনি খুজলেন। দুই বছর রণাঙ্গনে থাকার সময়ে তিনি আহত হয়েছিলেন। তার ক্ষতস্থান সেরে উঠতে সময় লাগছিল। আপিয়া-তে অন্তত বারো মাস থাকবেন ভেবে তিনি খুশি ছিলেন। এই জাহাজে ইতিমধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করছিলেন।

পরদিন সকালে জাহাজ পাগো পাগোতে ভিড়বে। কিছু যাত্রী সেখানে নেমে যাবে। এদের বিদায় সংবর্ধনায় রাতে জাহাজ উৎসব-মুখরিত হয়েছিল। একটা ছোট পার্টির আয়োজন হয়েছিল। নাচগান হয়েছিল। ম্যাকফেইলের কানে তখনো পিয়ানোর শব্দ বাজছিল।

অবশেষে জাহাজের ডেকে নীরবতা ফিরে এসেছিল। ম্যাকফেইল দেখলেন অদূরে একটা ডেক চেয়ারে শুয়ে তার স্ত্রী কথা বলছেন ডেভিডসন দম্পতির সাথে। তিনি ধীর পায়ে সেদিকে গেলেন। স্ত্রীর পাশের ডেক চেয়ারে বসে তিনি তার হ্যাটটা খুলে রাখলেন। তার চুল ছিল লালচে। মাথার মাঝখানে টাক পড়ে গিয়েছিল। সেই টাকে চামড়ার রংও ছিল লাল। লালচে চুলের সঙ্গে মিলিয়ে তার গায়ের রংও ছিল লাল। রোদে পোড়ার চিহ্ন তার শরীর জুড়ে। বয়স ছিল চল্লিশের কাছে। তার সরু লম্বাটে মুখ দেখলে মনে হতো পড়াশোনা তিনি করেছেন অনেক। তার উচ্চারণে স্কটল্যান্ডের আঞ্চলিক টান ছিল। তিনি কথা বলতেন নিচু ও শান্ত স্বরে।

ডেভিডসন দম্পতি ছিলেন মিশনারি। কৃশ্চিয়ান ধর্ম প্রচার করা ছিল তাদের কাজ। ম্যাকফেইল ও ডেভিডসন দম্পতিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এই জাহাজে। এটা হয়েছিল খুব কাছাকাছি থাকার ফলে– কোনো

বিশেষ মতের মিল থাকার জন্য নয়। তবে একটি বিষয়ে তাদের মিল ছিল। জাহাজে ধূমপানের রুমে যেসব পুরুষ দিনরাত পোকার অথবা বৃজ তাশ খেলে, অথবা ড্রংক করে সময় কাটাতো, তাদের অপছন্দ করতেন উভয় দম্পতি। মিসেস ম্যাকফেইল গর্বিত হতেন এই ভেবে যে, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে শুধু তার এবং তার স্বামীর সাথে মেলামেশায় আগ্রহী ছিলেন ডেভিডসন দম্পতি।

ডক্টর ম্যাকফেইল লাজুক হলেও বোকা ছিলেন না। অবচেতন ভাবে তিনি কিছুটা খুশি হয়েছিলেন ডেভিডসন দম্পতির এই স্বীকৃতিতে। ম্যাকফেইল ছিলেন যুক্তিতর্কের মানুষ। কিন্তু তিনি কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে যেতে চাইতেন না। তাই অন্যের সমালোচনা তিনি সীমাবদ্ধ রাখতেন। সমালোচনা তিনি করতেন রাতের বেলায় নিজের ক্যাবিনে।

মিসেস ডেভিডসন বলছিলেন, ‘আমরা যদি না থাকতাম তাহলে এই লম্বা জার্নিটা তারা যে কিভাবে কাটাতেন সেটা ভেবে পাচ্ছিলেন না।’ মিসেস ম্যাকফেইল গর্বিতভাবে বললেন, ‘মিসেস ডেভিডসন বলেন, শুধু আমাদেরই পছন্দ করেছেন তারা। অন্যদের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তাদের নেই।’ মিসেস ম্যাকফেইলের মুখে তার বিনয়ী ভাবটা তখন আর ছিল না।

‘আমি ভাবতাম মিশনারিরা এমন বড় মাপের মানুষ যে তারা কখনো হামবড়া হতে পারেন না। এখন দেখছি তারাও হামবড়া হতে পারেন।’ ম্যাকফেইল বললেন।

‘না। হামবড়া নয়। আমি বুঝেছি তিনি কি বলতে চান। ওই স্মোকিং রুমে যারা সময় কাটান তারা আরামপ্রিয় ও আলসে টাইপের। ওই সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করা সহজ হতো না।’

‘তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু নিজেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখতেন না।’ ম্যাকফেইল মুখ টিপে হেসে বললেন।

‘তোমাকে বারবার বলেছি, ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করবে না।’ স্ত্রী উত্তর দিলেন। ‘তোমার মতিগতি আমার ভালো লাগে না, এলেক। তুমি কখনো মানুষের ভালো দিকটা দেখতে চাও না।’

এলেক ম্যাকফেইল তার নিষ্প্রভ নীল চোখে স্ত্রীকে দেখলেন। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। বহু বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি বুঝেছিলেন, শান্তি বজায় রাখতে হলে স্ত্রীর কথাই হতে হবে শেষ কথা। তিনি নিজের পোশাক বদলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বাংকে শুয়ে বই পড়ায় মন দিলেন, ঘুম যেন তাড়াতাড়ি আসে।

পরদিন সকালে উঠে তিনি ডেকে গিয়ে দেখলেন, সমুদ্রতীরের কাছাকাছি তারা এসে গিয়েছেন। তিনি সাগ্রহে তাকালেন। সমুদ্রতীরটা ছিল ছোট। রুপালি রঙের। সেখান থেকে স্থলভূমিতে ওপরের দিকে উঠে গেছে পাহাড় যেটা ছিল গাছগাছালিতে সবুজ। সমুদ্রের কোল ঘেষে ছিল বড় নারকেল গাছগুলো। নারকেল গাছগুলোর মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এদিকে-ওদিকে সামেয়ারিদের খড়ের কুড়েঘরগুলো। সবুজ পাতার ফাকে দেখা যাচ্ছিল ঝকঝকে শাদা রঙের একটা ছোট চার্চ।

মিসেস ডেভিডসন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে তার পাশে গিয়ে দাড়ালেন। তার পরনে ছিল কালো পোশাক। গলায় সোনার চেইনে ঝোলানো ছিল একটা ছোট ক্রস চিহ্ন। তিনি ছিলেন ছোটখাটো। তার বাদামি রঙের চুল ছিল পরিপাটিভাবে আচড়ানো। বড় চোখ দুটো ছিল ঘন নীল। লম্বাটে মুখের এই নারীকে দেখে বুদ্ধিমতী মনে হতো। সদাসতর্ক এই নারীর চলাফেরা ছিল পাখির মতো দ্রুত। তার বড় বৈশিষ্ট ছিল উচু স্বরে কথা বলা। কোনো যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার মতো সেই উচু স্বর কিছুক্ষণ শুনলে একঘেয়ে লাগত। শ্রোতার কানে বিধত। শ্রোতা বিরক্ত হতো। মনে হতো, যেন কোনো ড্রিল মেশিন কোথাও ফুটো করছে।

'রুপালি সি-বিচটা দেখে আপনার নিশ্চয়ই দেশের কথা মনে পড়ছে।' ড. ম্যাকফেইল মুখে একটু মৃদু হাসি রেখে বললেন।

'আমরা যে দ্বীপপুঞ্জে যাচ্ছি সেসব এমন নয়। এই দ্বীপ দেখছেন, এগুলো কোরাল দ্বীপ। এসব দ্বীপ আগ্নেয়গিরি থেকে তৈরি হয়েছে। আমাদের দ্বীপে পৌছাতে আরো দশ দিন সময় লাগবে।'

'পৃথিবীর কোনো এক কোনায় বহুদূরে এখানে এসে মনে হচ্ছে দশ দিনের দূরত্বটা তেমন কিছু নয়। যেন বাড়ির কাছেই।' ড. ম্যাকফেইল বাস্তবতটাকে তুলে ধরলেন।

‘হ্যা। তবে সেটা বাড়িয়ে বলা যেতে পারে। এখানে সাউথ সি-তে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে দূরত্বটাকে দেখে। তবে এখন পর্যন্ত আপনি ঠিকই বলেছেন।’

ড. ম্যাকফেইল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ থাকলেন।

‘আমাদের সৌভাগ্য যে এখানে পোস্টিং হয়নি।’ মিসেস ডেভিডসন বলেই চললেন, ‘সবাই বলে এখানে কাজ করায় নাকি খুব সমস্যা হয়। এই যে জাহাজগুলো এখানে আসে– তার ফলে মানুষ ধীরস্থির হতে পারে না। তাছাড়া নৌবাহিনীর একটা ঘাটি আছে এখানে। এলাকার আদিবাসীদের জন্য এটা মঙ্গলজনক নয়। আমরা যেখানে থাকি সেখানে এ রকম সমস্যা নিয়ে চলতে হয় না। হ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কিছু লোক এসে সমস্যা করে। তবে আমরা সেদিকে নজর রাখি। প্রয়োজনে আমরাই তাদের জীবন দুর্বিষহ করি। তারা তখন পালাতে পারলেই বাচে।’

নাকের ডগায় চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে মিসেস ডেভিডসন কঠিন চোখে সবুজ দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বলা যায় এখানে মিশনারিদের লক্ষ্য পূরণ করা সহজ নয়। বিধাতাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেই হবে কারণ তিনি আমাদের বাচিয়ে দিয়েছেন।’

ডেভিডসনরা যে জেলায় কাজ করতেন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল সামোয়ার উত্তরে কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ। ওই সব দ্বীপের মধ্যে বেশ দূরত্ব ছিল। মি. ডেভিডসনকে প্রায়ই নৌকায় চড়ে যেতে হতো এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। স্থানীয় ভাষায় ওই সব ডিঙিকে বলা হতো “কেনু”। সেই সময়ে হেডকোয়ার্টার্সে স্বামীর অবর্তমানে মিসেস ডেভিডসন থাকতেন এবং মিশনের কাজকর্ম সুপারভাইজ করতেন। কত কড়াভাবে তিনি যে কাজ চালাতেন সেটা ভেবে নেটিভদের জন্য ড. ম্যাকফেইল ব্যথিত হলেন। তার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিকে মিসেস ডেভিডসন তাকে বলেছিলেন নেটিভরা কত অসভ্য ও বিকৃত রুচির। তিনি ওদের আচার-আচরণে খুব ভয় পেতেন। অনর্গল তিনি নেটিভদের সমালোচনা করতেন। ড. ম্যাকফেইলকে তিনি বলেছিলেন,

‘আপনি বোধ হয় জানেন আদিবাসীদের বিয়ের রীতিনীতি অসভ্য। খুবই শকিং। সেসবের বর্ণনা আপনাকে দিতে পারব না। আমি বলব মিসেস ম্যাকফেইলকে। তিনিই আপনাকে বলবেন।’

এরপর ম্যাকফেইল দেখেছিলেন পাশাপাশি ডেকচেয়ারে আধা শোয়া অবস্থায় তার স্ত্রী ও মিসেস ডেভিডসন অন্তরঙ্গভাবে ঘণ্টা দুয়েক কথা বলছিলেন। ফিটনেসের জন্য ম্যাকফেইল ওদের কাছে গিয়ে সামনে পেছনে হাটাহাটির সময়ে লক্ষ্য করছিলেন মিসেস ডেভিডসন রাগে ফুলে ফেপে উঠছিলেন কিন্তু জোরে কথা বলছিলেন না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল দূরের কোনো এক পর্বতমালা থেকে ঝড়বৃষ্টি যেন ধেয়ে আসছে। ম্যাকফেইল আরো লক্ষ্য করেছিলেন, তার স্ত্রী পাংশু মুখে কথা বলে চললেও তিনি প্রতিটি মুহূর্ত এনজয় করছিলেন। রাতে ক্যাবিনে মিসেস ম্যাকফেইল সেসব কথা রুদ্ধশ্বাসে তার স্বামীকে বলেছিলেন।

পরদিন সকালে মিসেস ডেভিডসনের সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন তার মুখে ছিল বিজয়িনীর ছাপ। ‘আপনাকে কি বলেছিলাম? এর চাইতে খারাপ কিছু আপনি কি আগে কখনো শুনেছিলেন? এখন হয়তো বুঝতে পারছেন কেন এসব কথা আমি মুখ ফুটে আপনাকে বলতে পারিনি। যদিও আমি জানি আপনি একজন ডাক্তার এবং সব ধরনের কথা আপনাকে বলা যায়।’ বিজয়োল্লাস প্রকাশ করে মিসেস ডেভিডসন গভীরভাবে ম্যাকফেইলের চেহারা দেখলেন। তিনি বুঝতে চাইছিলেন, তার কথায় কাঙ্ক্ষিত ফল হয়েছে কি না। মিসেস ডেভিডসনের চোখে-মুখে তাই ছিল এক ধরনের নাটকীয় ব্যগ্র কৌতূহল। ‘আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, যখন আমরা প্রথম সেই জেলায় কাজে নামলাম তখন কি গভীর হতাশায় পড়েছিলাম। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে সেখানে কোনো গ্রামেই একটিও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মেয়ে নেই।’

মিসেস ডেভিডসন ‘নিষ্কলঙ্ক’ শব্দটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বললেন।

‘মি. ডেভিডসন আর আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি আমাদের প্রথম কাজটি হবে ওদের নাচগান বন্ধ করে দেওয়া। নেটিভরা নাচতে পাগল।’

‘যখন আমার বয়স কম ছিল তখন আমিও নাচতে চাইতাম।’ ড. ম্যাকফেইল বললেন।

‘আমি সেটাই ভেবেছিলাম যখন কাল রাতে দেখলাম আপনি মিসেস ম্যাকফেইলকে আপনার সঙ্গে নাচতে বলছেন। যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে নাচতে চায় তাহলে সেটাকে খারাপ কিছু মনে করি না। তবে

আমি হাপ ছেড়ে বেচেছিলাম যখন তিনি আপনার কথায় রাজি হলেন না। এখানকার এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় আমরা যা কিছু করতে চাই না কেন সেটা নেটিভদের চোখের আড়ালেই করা উচিত।

‘কোন পরিস্থিতিতে?’ ড. ম্যাকফেইল প্রশ্ন করলেন।

মিসেস ডেভিডসন চকিতে তাকালেন ম্যাকফেইলের দিকে কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

‘শাদা মানুষদের মধ্যে বিষয়টি নেটিভদের মতো নয়।’ মিসেস ডেভিডসন বলে চললেন, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে মি. ডেভিডসনের সাথে আমি একমত। তিনি বলেন, কোনো স্বামী কি করে সহ্য করে যখন সে দেখে তার স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে জড়াজড়ি করে নাচছে? আমি নিজের কথা বলতে পারি। বিয়ের পর, অন্য কোনো পুরুষের সাথে আমি নাচিনি। কিন্তু নেটিভদের নাচ? সেটা অন্য ব্যাপার। সেটা শুধু যে অনৈতিক তা নয়— সেটা অনৈতিকতার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। তবে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমার এই আচরণ দূর করতে পেরেছি। আমার জানামতে, আমাদের জেলায় গত আট বছরে কেউ নাচেনি।’

তাদের জাহাজ বন্দরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল যেখানে নদীর মোহনা এসে মিশেছিল সাগরে। মিসেস ম্যাকফেইল এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। একটু দিক পরিবর্তন করে জাহাজটা নদীতে ঢোকা শুরু করল। পুরো পোর্ট এরিয়াটা খুব বড় ছিল। ফলে অনেক জাহাজ ভিড়তে পারত।

পোর্টের তীর ঘেষে ওপরে উঠে গিয়েছিল খুব খাড়া সবুজ পর্বতমালা। পোর্টে ঢোকার মুখে স্থলভূমিতে ছিল গভর্নরের বাড়ি। তার চারপাশে ছিল বাগান। মৃদু বাতাস বইছিল। গভর্নরের বাড়ির বাগানে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে আমেরিকার পতাকা আস্তে ধীরে উড়ছিল। নদীর দুপাশে অবস্থিত দু-তিনটা ছোট বাংলো পেরিয়ে গেল জাহাজ। তারপর একটা টেনিস কোর্ট। সবশেষে জাহাজটা ভিড়ল জেটিতে যার পাশেই ছিল গুদামঘর। একটা পাল তোলা লম্বাটে নৌকা, যাকে বলা হয় স্কুনার, সেদিকে আঙুল দেখালেন মিসেস ডেভিডসন। দুই-তিনশ গজ দূরে ভেড়ানো ছিল ওই

স্কুনার যেটা তাদের নিয়ে যাবে আপিয়া-তে। পোর্টে সমবেত ছিল কোলাহল মুখরিত, হাসিখুশি প্রাণবন্ত অনেক নেটিভ। দ্বীপের বিভিন্ন স্থান থেকে তারা এসেছিল।

কেউ এসেছিল নিছক কৌতূহলে। কেউবা এসেছিল জাহাজে সিডনিগামী যাত্রীদের কাছে জিনিশপত্র বিক্রি করতে। তাদের কাছে ছিল বড় বড় কলার ছড়ি, নকশিকাথা, শখের নেকলেস, হাঙরের দাতের নেকলেস, নেটিভদের বাসনপত্র, যুদ্ধে ব্যবহৃত কেনু-র ছোট মডেল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ক্লিন শেভ করা আমেরিকান নাগরিকরা নেটিভদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছু অফিসারও দলবদ্ধ হয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের লাগেজ জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছিল। ম্যাকফেইল দম্পতি ও মিসেস ডেভিডসন এসব কর্মকাণ্ড দেখছিলেন। ড. ম্যাকফেইল দেখছিলেন অধিকাংশ ছেলেমেয়ের শরীরে ইয়জ নামে এক ধরনের চর্মরোগের চিহ্ন। বড় ছেলেদের গায়ে ঘা। ড. ম্যাকফেইল এই প্রথম গোদ রোগে আক্রান্ত মানুষ দেখলেন যাদের হাত অথবা পা ফুলে ফেপে মোটা হয়ে গিয়েছিল। তারা কোনোরকমে টেনে হিচড়ে নড়াচড়া করছিল। নেটিভ নারী পুরুষের পরনে ছিল লাভা লাভা পোশাক।

'এটা খুবই অশ্লীল পোশাক।' বললেন মিসেস ডেভিডসন। মি. ডেভিডসন মনে করেন আইন করে এই পোশাক নিষিদ্ধ করা উচিত। এরা যখন শুধু এক ফালি লাল রঙের নেংটি পরে থাকে, তখন আপনি কিভাবে আশা করবেন যে এরা নৈতিক হবে?

'এখানের আবহাওয়ার জন্য নেংটি তো উপযোগী।' ডক্টর তার কপালের ঘাম মুছে বললেন।

সমুদ্র ছেড়ে জাহাজ মাটির তীরে থাকায় তখন বেশ গরম লাগছিল। সকাল হলেও গরমটা অসহনীয় ছিল। পোর্ট এরিয়ার চারদিক পাহাড়ে ঘেরা থাকায় পাগো পাগোতে একটুও হাওয়া আসছিল না।

'আমাদের দ্বীপগুলোতে,' মিসেস ডেভিডসন তার চিকন গলায় বলে চলেছিলেন, 'এই লাভা লাভা পোশাক আমরা প্রায় দূর করে ফেলেছি। কিছু বুড়ো মানুষ এখনো এটা পরে— আর কেউ নয়। নারীরা সবাই শালীন পোশাক পরে। পুরুষরা পরে প্যান্ট। আমাদের থাকার শুরুতে মি. ডেভিডসন তার একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন: এসব দ্বীপবাসী কখনো পুরো কৃশ্চিয়ান হবে না। সেটা করতে হলে দশ-ঊর্ধ্ব বয়সের সব ছেলেকে প্যান্ট পরা বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

আকাশ তখন কালো হয়ে আসছিল। মিসেস ডেভিডসন দুই তিনবার সেদিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। পোর্টের দিকে ভেসে আসছিল কালো মেঘ। দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়া শুরু হলো।

'কোনো ছাদের নিচে আমাদের যেতে হবে।' মিসেস ডেভিডসন বললেন।

তারা সবাই জনতার সাথে একটা টিনের ছাদের নিচে আশ্রয় নিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল। সেখানে তাদের দাড়িয়ে থাকতে হলো বেশ কিছুক্ষণ। পরে মি. ডেভিডসন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সমুদ্র যাত্রার সময়ে ম্যাকফেইল দম্পতির সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণে তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন। তার স্ত্রীর মতো সহজে সবার সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। বেশিরভাগ সময় তিনি বই পড়ায় ডুবে থাকতেন। তিনি ছিলেন চুপচাপ ও বিষণ্ন। যখন তিনি হাসিখুশি হতেন তখন মনে হতো কৃশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে সেটা ছিল আরোপিত। স্বভাবতই তিনি ছিলেন কম কথার মানুষ এবং সদা বিষাদগ্রস্ত। তার দৈহিক গঠন সাধারণ ছিল না। তিনি ছিলেন খুব লম্বা ও পাতলা। ঢ্যাঙা হাত-পাগুলো মনে হতো ঢিলেঢালাভাবে তার দেহে জোড়া লাগানো হয়েছে। মুখের চোয়াল ছিল উচু। তার চলাফেরা দেখে মনে হতো যেন কোনো মরা মানুষ চলছে। অথচ তার পুষ্ট দুই ঠোঁট ছিল কামুকের মতো। তা দেখে অবাক লাগত। তার চুল ছিল খুব লম্বা। তার কালো দুই চোখ ছিল কোটরগ্রস্ত। চোখ ছিল বড় এবং তাতে ছিল গভীর দুঃখের চাহনি। তার হাতের আঙুল ছিল লম্বা এবং নখ ছিল যত্ন করে কাটা। সব দেখে মনে হতো তিনি খুব সবল। তবে তার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল তাকে ছাই চাপা আগুনের মতো লাগত। তাই তিনি যেমন ছিলেন আকর্ষণীয় তেমনি ছিলেন অস্বস্তিকর। তিনি এমন কেউ ছিলেন না যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হতে পারত।

এখন তিনি এলেন একটা দুঃসংবাদ নিয়ে। ওই দ্বীপে হাম রোগ শুরু হয়েছে সংক্রামকভাবে। এই ভয়ানক রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করত প্রায়ই সেই দ্বীপে। যে স্কুনারে তাদের যাবার কথা ছিল, তার একজন নাবিকের হাম হয়েছিল। তীরে পৌছানোর পর সেই অসুস্থ নাবিককে হসপিটালে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। তদুপরি আপিয়া থেকে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে বলা হয়েছিল, আর কোনো নাবিক যে রোগে আক্রান্ত হয়নি, সে বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্কুনারটিকে পোর্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

‘তার মানে, এখানে আমাদের অন্তত দশ দিন থাকতে হবে।’ ডেভিডসন বললেন।

‘কিন্তু আপিয়াতে পৌছানো যে আমার খুবই জরুরি।’ ড. ম্যাকফেইল বললেন।

‘কোনো উপায় নেই। আর কোনো যাত্রীর যদি হাম না হয়ে থাকে তাহলে শুধু শাদা যাত্রীদের নিয়ে স্কুনারকে ফিরতে দেওয়া হবে। সব নেটিভ যাত্রীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তিন মাসের জন্য।’

‘এখানে কোনো হোটেল আছে?’ মিসেস ম্যাকফেইল জানতে চাইলেন।

‘না, নেই।’ ডেভিডসন নিচু স্বরে বললেন।

‘তাহলে আমরা কি করব?’

‘গভর্নরের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। এখানের এক ব্যবসায়ীর একটা বাড়ি আছে সমুদ্রতীরে। তিনি সেখানে ঘর ভাড়া দেন। চলুন, বৃষ্টিটা কমে এলে আমরা তার কাছে গিয়ে দেখব কি করা যায়। ওই বাড়ির রুম যে আরামদায়ক হবে সেটা আশা করবেন না। যদি শোবার জন্য বিছানা আর মাথার ওপরে একটা ছাদ পাওয়া যায় তাহলে বলতে হবে ঈশ্বরের কৃপা আছে।’

কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তারা সবাই গায়ে রেইনকোট চাপিয়ে ছাতা মাথায় হাটতে শুরু করলেন।

পাগো পাগোকে শহর বলা যেত না। সেখানে ছিল শুধু কয়েকটা অফিসের ঘরবাড়ি। দুই একটা দোকান। চারপাশে নারকেল আর কলাগাছের সারি। গাছের পেছনে ছিল নেটিভদের থাকার জায়গা।

সমুদ্রতীরে যে বাড়িটার খোজে তারা হাটছিল সেটা পাচ মিনিটের পথ ছিল। কোনো রকমে বানানো একটা দোতলা বাড়ি। উভয় তলার সামনের দিকে ছিল বড় বারান্দা। ছাদ ছিল টিনের। বাড়ির মালিক হর্ন-এর মা-বাবার মধ্যে একজন হয়তো ছিলেন শাদা এবং অপরজন ছিলেন নেটিভ। হর্ন-এর স্ত্রী ছিলেন নেটিভ। স্ত্রীর পাশে যে ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল তাদের গায়ের রং ছিল বাদামি।

একতলায় ছিল হর্ন-এর দোকান। সেখানে টিনজাত খাবার এবং তুলা বিক্রি হতো।

হর্ন তাদের যে রুমগুলো দেখালেন সেখানে কোনো ফার্নিচার ছিল না বললেই চলে। ম্যাকফেইল দম্পতির রুমে ছিল শুধু একটা পুরনো খাট, বিছানা এবং মশারি। একটা হালকা চেয়ার ও মুখ ধোবার বেসিন। তারা হতাশভাবে চেয়ে দেখলেন। বৃষ্টি তখনো পড়ছিল অবিরামভাবে।

‘এখানে দরকারের চাইতে বেশি কিছু সুটকেস থেকে বের করব না।’ মিসেস ম্যাকফেইল বললেন।

মিসেস ডেভিডসন সেই রুমে এলেন। তিনি সাবধানি ও ব্যস্ত ছিলেন। বিষণ্ন পরিবেশ তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।

‘যদি আমার উপদেশ আপনারা নেন তাহলে বলব, আগে সূই-সুতো নিয়ে মশারির ফুটো জায়গাগুলো রিফু করান। নইলে আজ রাতে একটুও ঘুমাতে পারবেন না।’ মিসেস ডেভিডসন বললেন।

‘এতই মশা এখানে?’ প্রশ্ন করলেন ড. ম্যাকফেইল।

‘এখন মশার বংশ বৃদ্ধির সিজন। আজ রাতে পৌছালে সরকারি ভবনে যখন আপনাদের নিমন্ত্রণ করা হবে তখন দেখবেন মহিলাদের দেওয়া হচ্ছে বালিশের ওয়ার, যেন তারা তাদের নিম্নাঙ্গ ঢেকে রাখতে পারেন।

‘বৃষ্টিটা যদি কিছুক্ষণের জন্য থামত।’ মিসেস ম্যাকফেইল আক্ষেপ করলেন। ‘তাহলে আমি এই জায়গাটাকেই একটু ঠিকঠাক করে নিতে পারতাম, আর সূর্যের আলো যদি থাকত তাহলে অনেক স্বস্তি পেতাম।’

‘ওহ। যদি আপনি বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে পাগো পাগো দ্বীপেই সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। দেখুন, এই সারি সারি পাহাড়, এই সাগর—এসবই মেঘ ডেকে আনে। তাছাড়া বছরের এই সময়টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি যে হবে সেটা সবাই জানে।’

ম্যাকফেইলের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ডেভিডসন তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিছুটা অসহায়ভাবে মিসেস ডেভিডসন দাড়িয়ে ছিলেন ওই রুমে। প্রাণহীন লাগছিল তাকে। তিনি তার ঠোট কামড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এদের বাগে আনতে হবে। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা তাকে অধৈর্য করে তোলে। তার হাত দুটো চুলকাচ্ছিল। তাই চাইছিলেন তার মতামত এই লোকেরা মেনে নিক।

মিসেস ডেভিডসন বললেন, ‘আপনার সূচ আর সূতা দিন। আপনার মশারি রিফু করে দেব। এই সময়ের মধ্যে সুটকেস খুলে কাপড় জামা সব

গুছিয়ে রাখুন। একটার সময়ে আমরা সবাই খাবো। ড. ম্যাকফেইল, আপনি বরং পোর্টে গিয়ে দেখুন, আপনার বড় লাগেজটা শুকনো জায়গায় রাখা হয়েছে কি না। নেটিভরা যে কেমন, সেটা আপনি জানেন, বৃষ্টি যেখানে পড়তে পারে, ঠিক সেখানেই তারা আপনার লাগেজ ফেলে রাখতে পারে।'

ড. ম্যাকফেইল আবার তার রেইনকোট পরে নিচে চলে গেলেন। দরজায় দাড়িয়ে হর্ন কথা বলছিলেন ম্যাকফেইলরা যে জাহাজে সদ্য এসেছিলেন, সেই জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টারের সঙ্গে। সেখানে সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ছিল। ড. ম্যাকফেইল এই যাত্রীকে জাহাজে কয়েকবার দেখেছিলেন।

কোয়ার্টারমাস্টার ছিলেন ছোটখাটো, হালকা পাতলা ও বেশ নোংরা। তার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ড. ম্যাকফেইল ঘাড় নাড়িয়ে সৌজন্য প্রকাশ করলেন।

'হাম সারানোর কাজটা খারাপ, ডক্টর। কিন্তু আমি দেখছি সেই চিকিৎসা করতে আপনি রেডি হয়ে গিয়েছেন।' কোয়ার্টারমাস্টার বললেন।

ড. ম্যাকফেইল ভাবলেন, এ রকম একটা ভীতু লোকের মুখে এমন কথাই স্বাভাবিক। তিনি কোয়ার্টারমাস্টারের তির্যক মন্তব্য গায়ে মাখলেন না।

'হ্যা, আমরা দোতলায় একটা রুম পেয়েছি।' ম্যাকফেইল বললেন।

'মিস টমসনও আপনাদের সঙ্গে আপিয়াতে যাবেন। তাই তাকে আমি তার রুমে পৌছে দিতে এখানে এসেছি।' কোয়ার্টারমাস্টার তার পাশে দাড়ানো এক মহিলাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন।

হয়তো তার বয়স সাতাশ, একটু মোটাসোটা এবং পরনের জামাকাপড় সস্তা ফ্যাশনের হলেও দেখতে ছিল সুশ্রী। সে পরেছিল একটা শাদা ড্রেস। মাথায় ছিল একটা শাদা বড় হ্যাট। পায়ে শাদা লম্বা বুট। পায়ের মোজাও ছিল শাদা। সেই শাদা মোজায় ঢাকা ছিল বুট থেকে হাটু অবধি পুষ্ট দুই পা। ম্যাকফেইলের দিকে মিস টমসন বন্ধুভাবে তাকিয়ে হাসলো। তারপর হর্নের দিকে ইঙ্গিত করে কোয়ার্টারমাস্টারকে বলল,

'এই লোকটা একটা ছোট্ট রুমের জন্য আমার কাছে দেড় ডলার ভাড়া চাইছে,' মিস টমসনের স্বর রুক্ষ ছিল।

‘এই মহিলা আমার বন্ধু।’ হর্নকে বললেন কোয়ার্টারমাস্টার, ‘সে এক ডলারের বেশি ভাড়া দিতে পারবে না। এক ডলার ভাড়াতেই ওকে রুম দিতে হবে।’

হর্ন মোটা হলেও তার গলার স্বর ছিল মিহি। মুখে তার হাসি লেগেছিল। তিনি উত্তর দিলেন, ‘মি. সোয়ান, আপনি যদি তাই বলেন, তাহলে আমি দেখব কি করা যায়। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। যদি আমরা মনে করি ভাড়া কমানো সম্ভব তাহলে সেটা করব।’

‘প্যাচানো কথা আমার সঙ্গে বলবেন না।’ মিস টমসন ফুসে উঠল। ‘এটার একটা ফয়সালা এখনই করতে হবে। আপনি দিন প্রতি এক ডলার পাবেন। তার বেশি এক সেন্টও নয়।’

ড. ম্যাকফেইল হাসলেন। যেভাবে মিস টমসন দরকষাকষি করছিল, মনে মনে তার প্রশংসা তিনি করলেন। তিনি নিজে ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। যে দাম তার কাছে চাওয়া হতো সেটাই দিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। দরকষাকষি তিনি করতেন না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হর্ন বললেন, ‘তাহলে তাই হবে। মি. ফেয়ানের খাতিরে আমি এক ডলারেই রাজি হচ্ছি।’

‘ভালো কথা।’ হর্নকে বলল মিস টমসন। ‘তাহলে আমার সঙ্গে আসুন আমার রুমে। আমার লাগেজটাও আনুন। ওর মধ্যে ভালো হুইস্কি আছে। একটু খেয়ে যাবেন। আপনিও আসুন ডক্টর।’

‘না। আমি যেতে পারব না।’ তিনি উত্তর দিলেন। ‘আমি যাচ্ছি আমাদের লাগেজগুলোর অবস্থা দেখতে।’

ম্যাকফেইল বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন। পোর্ট থেকে মুষলধারে যে বৃষ্টি আসছিল তার ফলে দ্বীপের তীর ঝাপসা রূপ ধারণ করেছিল। দুই তিনজন নেটিভের পাশ দিয়ে গেলেন। ওদের পরনে লাভা লাভা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে তাদের মাথায় ছিল বিশাল সাইজের ছাতা। তারা সোজাভাবে স্বচ্ছন্দে ধীরেসুস্থে হাটছিল। ম্যাকফেইলকে দেখে তার প্রতি হেসে তাদের বিচিত্র ভাষায় অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

যখন ম্যাকফেইল ফিরে এলেন তখন খাবারের সময় হয়ে গিয়েছিল। হোটেলের মালিক হর্নের বসার ঘরে খাবার পরিবেশিত হয়েছিল। ওই ঘরটা থাকার জন্য ছিল না। ওটা ছিল সমাজে হর্নের উচু অবস্থান দেখানোর জন্য। সারা রুম জুড়ে ছিল একটা বাসি গন্ধ ও বিষন্ন পরিবেশ। চার দেওয়ালে ঝুলছিল মোটা মখমল জাতীয় কাপড়। ওগুলোর ওপরে মাছি যেন বসতে না পারে সেজন্য আটা ছিল হলুদ টিশু পেপার। সিলিং থেকে ঝুলছিল সোনালি রঙের বিশাল এক ঝাড়বাতি। ডেভিডসন সেখানে ছিলেন না।

'আমি জানি তিনি গিয়েছেন গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে।' গভর্নর ওই দ্বীপে প্রশাসক, যিনি চলেন আমেরিকান সরকারের নির্দেশে। 'আমার মনে হয় তাকে ওখানে থাকতে বলেছেন গভর্নর।' মিসেস ডেভিডসন অনুমান করলেন।

একটা নেটিভ তাদের জন্য বড় একটা ডিশে হ্যামবার্গার স্টেক নিয়ে এল। গরুর মাংসের কিমায় ঝলসানো কাবাব। তারা তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। কিছুক্ষণ পরেই হর্ন এলেন। সবকিছুর খোজখবর নিয়ে তিনি জানতে চাইলেন অতিথিদের কারো অসুবিধা হচ্ছে কি না।'

'মি. হর্ন, আমি জানি এই হোটেলে আরো একজন অতিথি আছে।' ড. ম্যাকফেইল বললেন।

'হ্যা। সে একটা রুম ভাড়া নিয়েছে। আর কিছু না। সে নিজের খাবার ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে।' হর্ন উত্তর দিলেন। তারপর রুমে উপস্থিত দুই ভদ্রমহিলার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে বললেন,

'আমি তাকে নিচতলায় রুম ভাড়া দিয়েছি। তাই তার সাথে সচরাচর আপনাদের দেখা হবে না। তার কারণে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না।'

'সে কি আমাদের জাহাজেরই যাত্রী ছিল?' মিসেস ম্যাকফেইল জানতে চাইলেন।

'হ্যা, ম্যাডাম। সে সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনের যাত্রী ছিল তাই তাকে আপনারা দেখেননি। তারও গন্তব্যস্থল আপিয়া। সেখানে একটা ক্যাশিয়ারের জব সে পেয়েছে। সেই চাকরিতে যোগ দিতে সে যাচ্ছে।'

'ওহ।'

হর্ন চলে যাওয়ার পর ম্যাকফেইল বললেন, ‘আমার তো মনে হয় না, নিজের ঘরে একা একা খেতে তার ভালো লাগবে।’

‘সে যদি সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনে এসে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় সেখানেই তার থাকা উচিত।’ মিসেস ডেভিডসন উত্তর দিলেন, ‘আমরা তার সঠিক পরিচয় তো জানি না।’

‘কোয়ার্টারমাস্টার যখন তাকে নিয়ে এখানে আসেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। তার নাম টমসন।’

‘কোয়ার্টারমাস্টারের সঙ্গে গত রাতে যে মেয়েটি নাচছিল, সেই মেয়েটিই না তো?’ মিসেস ডেভিডসন প্রশ্ন করলেন।

‘হ্যা। নিশ্চয়ই সে।’ মিসেস ম্যাকফেইল বললেন। ‘তখন মাঝে মাঝে ভাবছিলাম মেয়েটি কে? তাকে দেখে খুব চালু মনে হয়েছিল।’

‘তার চালচলন মোটেই ভালো ছিল না।’ মিসেস ডেভিডসন বললেন।

এরপর তারা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। সেদিন খুব ভোরে ওঠার ফলে তারা সবাই শ্রান্ত ছিলেন। তাই ডিনারের পরপরই যে যার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে জেগে উঠে তারা দেখলেন, যদিও আকাশ তখনও ছাই রং ধারণ করে আছে এবং মেঘলা, তবুও তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না। তারা সবাই হাই রোডে হাটতে বেরোলেন। সমুদ্রের তীর ঘেষে এই পথটি আমেরিকানরা বানিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে তারা দেখলেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে ডেভিডসন ফিরে এসেছেন।

‘এখানে আমাদের দুই সপ্তাহ থাকতে হবে।’ ঝাজালো স্বরে ডেভিডসন বললেন। ‘গভর্নরকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি বলেছেন, তার করার কিছু নেই।’

‘মি. ডেভিডসন আপিয়াতে তার কাজে ফিরতে যাচ্ছেন।’ মিসেস ডেভিডসন তার স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে বললেন।

ডেভিডসন বললেন, ‘আমরা এক বছর বাইরে আছি।’ বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তিনি আরো বললেন, ‘আমাদের মিশনারির চার্জে আছেন নেটিভ মিশনারিরা। তাই আমি ভয় করছি ওরা মিশনারির মান কমিয়ে ফেলেছেন। তারা ভালো লোক। তাদের সম্পর্কে একটি মন্দ